কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

আমন্ত্রিত রাজন

শিকাগোয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অনুষ্ঠানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সংঘ পরিবার। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অনুষ্ঠান হবে আগামী সেপ্টেম্বরে।

আর্থিক লিপি *

চিদম্বরমের আর্জি

এয়ারসেল ম্যাক্সিস বেআইনি আর্থিক লেনদেন মামলায় গ্রেফতারি এড়াতে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। বিশেষ বিচারক ওপি সাইনির কাছে আগাম জামিন চাইলেন তিনি।

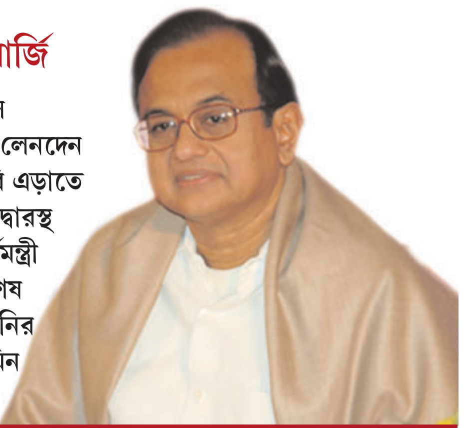

www.facebook.com/arthiklipiepaper Siliguri Office : Ph : 0353-2521544, Fax : 0353-2521545, E-mail : lipi.siliguri2015@gmail.com ৮ পাতা

Vol - XIII, ISSUE - 153 শিলিগুড়ি • বৃহস্পতিবার • ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ • ৩১ মে, ২০১৮ • SILIGURI • THURSDAY • MAY 31, 2018 ₹ 3

পাহাড়ে আবাসন প্রকল্পে কোনও দুর্নীতি বরদাস্ত নয়, কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

পাহাড়ে দফতরের কাজে অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর ধমক পর্যটনমন্ত্রীকে

সুমন গাঙ্গুলি • কালিম্পং

৩০ মে : পাহাড়ে আবাসন দুর্নীতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। এবার সরাসরি গীতাঞ্জলি আবাসন প্রকল্পের টাকা প্রাপকদের হাতে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার গ্রাহাম স্কুল অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বোর্ডের দুর্নীতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন বৈঠকের শুরুতেই দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলাশাসকদের কাছে ১০০ দিনের কাজের হিসাব নিতে গিয়েই হঠাৎ করে গীতাঞ্জলি আবাসনের বিষয়টি উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের প্রতিনিধিকে মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, 'আমার কাছে প্রচুর অভিযোগ এসেছে। এই বাড়ি দেওয়া নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। যারা পাওয়ার কথা তাঁরা পাচ্ছে না। এটা যেন না হয়। গরিবদের যেন তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা না হয়। আপনারা এবার থেকে এই প্রকল্পের টাকা সরাসরি বেনিফিশারিদের হাতে তুলে দিন।'

মঙ্গলবার গ্রাহাম স্কুল খেলার মাঠে ১৫টি বোর্ডের হাতে ৯৫ কোটি টাকার চেক তুলে দিয়ে ঠিকমতো অডিটের নির্দেশ দেন তিনি। সূত্রের খবর, ওইদিনই একাধিক বোর্ডের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আসে। বুধবার সেই ক্ষোভ উগড়ে দেন প্রশাসনিক বৈঠকে। এদিন শুরুতেই কালিম্পঙের ১০০ দিনের কাজ নিয়ে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন এই জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশ্বরূপকে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভের সুরে বলেন, কেন ১০০ দিনের কাজ হয়নি। বিডিওরা এত স্লো কেন? মনে রাখবেন, কোনও গ্যাপ যেন না থাকে। পঞ্চায়েত দফতর খুব সেনসিটিভ দফতর। প্রশাসনের কোনও সমন্বয় থাকবে না, এটা আমি মেনে নেব না। এই প্রশাসনিক বৈঠকেই বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, পানীয় জল নিয়ে একাধিক অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীকে করেন প্রশাসনিক কর্তারা। মঞ্চ থেকেই পাশে বসা জিটিএ সচিব বিনয় তামাং এবং প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত থাকা ১৫টি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, 'পাহাড়ের বাকি কাজ সরকার করবে। পর্যটনটাও আমরা দেখে নেব। আপনারা আগামী দু'বছরে শুধুমাত্র পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ওপর জোর দিন। আমি দু'বছর সময় দিয়ে গেলাম। আপনাদের আর কিছু করতে হবে না। দু'বছরে এই চারটি ক্ষেত্রে আপনারা জোর দিন, দেখুন পাহাড় কেমন বদলে যায়।'

কালিম্পঙে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। -নিজস্ব চিত্র

পাশাপাশি এদিন পর্যটন দফতরের কাজ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর তোপের মুখে পড়তে হয় পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব এবং দফতরের সচিব অত্রি ভট্টাচার্যকে। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের পারফরম্যান্সে যে মুখ্যমন্ত্রী রীতিমতো অসন্তুষ্ট, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন তিনি। দার্জিলিঙের টাইগারহিলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ গতি না পাওয়ায় এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে গৌতম দেবকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাকে ভুল বুঝিও না। আমি সব জানি। ট্যুরিজম কি বসে বসে হাওয়া খাচ্ছে। গৌতম, উত্তরবঙ্গের পর্যটনটা তুমি নজর দাও। মনে হচ্ছে এখানে পর্যটনের দায়িত্ব সম্পর্কে কেউ সচেতন নয়।'

একইভাবে গাজলডোবা পর্যটন নিয়েও পর্যটন সচিব অত্রি ভট্টাচার্যকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গাজলডোবা প্রকল্পের কি হল? ওটা কেন এখনও শেষ হয়নি? প্রজেক্ট শেষ না করেই বলছ প্রজেক্ট হয়ে গেছে। যদি কাজ না করতে পার তবে ছেড়ে দাও। এমন ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ করাও কেন, যারা কাজ শেষ করতে পারে না? এবার থেকে সময় মতো কাজ শেষ করতে না পারলে টাকা আটকে দেওয়া হবে।

এই প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্শিয়াঙের পুরপ্রধানদের কাছ থেকে এলাকার সমস্যার কথা শুনতে চান। একইভাবে পাহাড়ের তিন বিধায়ক সরিয়া রাই, রহিত শর্মা এবং অমর রাইয়ের কাছে থেকেও এলাকার সমস্যার কথা শুনতে চান।

এছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের কর্মসংস্থানের ওপর জোর দেন। সব শেষে দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর প্রশাসনিক কর্তাদের পাশাপাশি জিটিএ সদস্যদের কাছেও মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, দেখবেন যেন বারবার বন্ধ না হয়। বন্ধ হলে কাজও বন্ধ হয়ে যায়, উন্নয়নও বন্ধ হয়ে যায়। এটা মনে রাখবেন। এদিন শতাব্দী প্রাচীন ক্যাথলিন গ্রাহাম চ্যাপেল স্কুলের উন্নয়নের জন্য ৬ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ইন্দোনেশিয়ায় শিশুদের সঙ্গে মেতে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ইন্দোনেশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী

জাকার্তা, ৩০ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইন্দোনেশিয়া সফরে এসে এই দেশের চার্চগুলির উপর জঙ্গি হামলার কড়া নিন্দা করেছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইন্দোনেশিয়ার পাশে রয়েছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী মোদী ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডুডুর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করেন। ইন্দোনেশিয়ায় সম্প্রতি তিনটি চার্চের উপর জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাকার্তা যে লড়াই করছে, তার পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী এই হামলায় যে সব সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন, তাদের উদ্দেশে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেছেন, ভারত এই হামলার কঠোর নিন্দা করে। প্রেসিডেন্ট জোকো উইডুডুর সঙ্গে আলোচনার পর এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন।

উল্লেখ্য, অতিসম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় তিনটি চার্চের উপর জঙ্গিরা আত্মঘাতী হামলা চালায় এবং বিস্ফোরণ ঘটায়। এই ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ৪০ জনের ওপর। গত ১৮ বছরে চার্চগুলির উপর আক্রমণ হচ্ছে সবচেয়ে নিন্দার বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, এই সময় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঐক্য দরকার। এটাই এই সময়ের বার্তা। তিনি বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে মুসলিম প্রধান দেশ হল ইন্দোনেশিয়া। এই দেশ ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং সংখ্যালঘু ক্রিস্টানদের ওপর যে হামলা হয়েছে তারও মোকাবিলা করেছে ইন্দোনেশিয়া। তারও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর এই প্রথম ইন্দোনেশিয়া সফর। তিনি ইন্দোনেশিয়ার মানুষের উদ্দেশে ট্যুইটারে ইংরেজি ও ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, তাঁর এই সফরের ফলে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অবস্থানগত বিষয় আরও জোরদার হবে। তিনি ইন্দোনেশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গেও মিলিত হবেন বলে জানিয়েছেন। বুধবার রাতে তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট উইডুডুর মুখোমুখি বৈঠক হবে বলে বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানা যায়। তিনি বলেছেন, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া তাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য গর্বিত।

ফের কাবুলে আত্মঘাতী হামলা, খতম ৬ জঙ্গি

কাবুল, ৩০ মে : আফগানিস্তানের রাজধানীতে ইন্টিরিয়ার মন্ত্রক ভবনে বুধবার জঙ্গিরা বড়সড় হামলা চালায়। সঙ্গে বিশাল আকারের দুই বিস্ফোরণ। কিন্তু তারা পালিয়ে যাওয়ার আগেই নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ছয় জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা যায়। আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গোলাগুলির লড়াই চলে প্রায় চার ঘণ্টা। আফগানিস্তানের ইন্টিরিয়র মন্ত্রকে মুখপাত্র নাজির দানিশ স্থানীয় সংবাদ সংস্থা আলজাজিরাকে বলেছেন, ইন্টিরিয়র মন্ত্রক ভবনের খুব কাছেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। হামলাকারীরা দরজা ভেঙে দফতরের ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিল। তবে জঙ্গিদের কোনও গোষ্ঠী এখনও পর্যন্ত এর দায় স্বীকার করেনি। এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত জানা যায়, দু'পক্ষের লড়াই থেমেছে। পুলিশ জঙ্গিদের সন্ধানে ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে। আলজাজিরা জানিয়েছেন, অত্যন্ত সুরক্ষিত মন্ত্রকের ভেতরে গোলাগুলি চালাতে চালাতে ঢুকতে চেয়েছিল জঙ্গিরা। ভবনের কম্পাউন্ডের দেওয়ার অত্যন্ত সুরক্ষিত। এছাড়া ২৪ ঘণ্টাই সেখানে সশস্ত্র রক্ষী থাকত। ইতিমধ্যেই কাবুলের নিরাপত্তা বাহিনীকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। চেক পয়েন্টগুলিতে তালিবানি হামলার আশঙ্কায় নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তালিবান এবং ইরাকের আইএস জঙ্গিদের পরপর হামলায় কাবুল কার্যত বিপন্ন হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের কাছে। গত সপ্তাহে তালিবানরা কাবুলে বসবাসকারীদের উদ্দেশে বলেছেন, শহরে সামরিক বাহিনী এবং বিদেশি গোয়েন্দারা যেখানে রয়েছে, তার থেকে দূরে থাকুন। কারণ তাদের আক্রমণ চলবেই।

১ পয়সা দাম কমল পেট্রোলের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : **বহু আলোচিত এবং ১৬ দিন ধরে টানা পেট্রোলের দাম অবশেষে কমল ১ পয়সা। এটা বিদ্রূপ কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে, এটি একটি কমিক। কারণ ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইটে পেট্রোলের দাম যা দেখানো হয়েছে, তাতে ৬০ পয়সার পরিবর্তে মাত্র ১ পয়সা কমেছে। প্রথম দিকে শোনা গিয়েছিল ৬০ পয়সা দাম কমবে। কিন্তু পরে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন তাদের ওয়েবসাইটে পেট্রোলের দাম সংশোধন করে জানিয়েছে, পেট্রোলের দাম কমল ১ পয়সা। সংশোধিত মূল্য অনুসারে এক লিটার পেট্রোলের দাম হল ৭৮.৪২ টাকা দিল্লিতে, ৮১.০৫ টাকা কলকাতায়, ৮৬.২৩ টাকা মুম্বইয়ে এবং ৮১.৪২ টাকা চেন্নাইতে। এক পয়সা দাম কমে এই হার দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। প্রথমে জানা গিয়েছিল, পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৫৯ পয়সা কমছে। ফলে সাধারণ মানুষ তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। বিশেষ করে কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের পর ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি চলতে থাকায় বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ খুশি হয়। কিন্তু পরে জানানো হয়, ৬০ পয়সা নয়, ১ পয়সা কমেছে। তবে কেরলে পেট্রোলের দাম লিটার পিছু ১ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটি কার্যকর হবে ১ জুন থেকে। মঙ্গলবার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে ১৫ থেকে ১৬ পয়সা করে। ইন্ডিয়াল অয়েল কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট অনুসারে, ওইদিন দিল্লিতে একটি লিটার পেট্রোলের দাম ছিল ৭৮.৪৩ টাকা, কলকাতায় ৮১.০৬ টাকা, মুম্বইয়ে ৮৬.২৪ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৮১.৪৩ টাকা। ডিজেলের লিটার পিছু দাম দিল্লিতে ৬৯.৩১ টাকা, কলকাতায় ৭১.৮৬ টাকা, মুম্বইয়ে ৭৩.৭৯ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৭৩.১৮ টাকা। এদিকে সূত্র মারফত জানা যায়, মনিটারি পলিসি কমিটি আগামী ৪ জুন থেকে তিনদিনের জন্য বৈঠকে বসবে। এই কমিটি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কতটা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করবে। বিশেষ করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ইদানীংকালের মধ্যে সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বে।**

দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে চরম ভোগান্তি গ্রাহকদের

নয়াদিল্লি/কলকাতা, ৩০ মে : ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্সের আওতায় থাকা ব্যাঙ্ক কর্মী ও অফিসারদের ৯টি সংগঠনের ডাকা দু'দিনের ধর্মঘটের প্রথম দিনেই কলকাতা সহ সারা দেশে চরম ভোগান্তি হয় গ্রাহকদের। একদিকে মাসের শেষ, চরম সংকটে পড়েন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে এটিএম বন্ধ। বিপদে পড়েন সাধারণ মানুষ। এমনকী চিকিৎসার টাকা দিতে না পারায় বহু ক্ষেত্রে রোগীদের পরিবার সমস্যায় পড়েছে। দিল্লি সূত্রে জানা যায়, ৪০টি ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখায় ধর্মঘটের ফলে বুধবার কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবারও একই পরিস্থিতি দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের। ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ ব্যাঙ্ক ওয়ার্কার্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট অশ্বিনী রানা দাবি করেছেন, ২১টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কের ১০ লক্ষ কর্মী এই ধর্মঘটে যোগদান করেছেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে, এটা তারা স্বীকার করছেন। এদিকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং কানাড়া ব্যাঙ্ক তাদের গ্রাহকদের ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, ধর্মঘট চললে গ্রাহকদের অসুবিধা হবে। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত মুখ্য শ্রম কমিশনার রাজন ভার্মা ধর্মঘট যাতে না হয়, সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য ইউনাইটেড ফোরাম ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্স অর্থ মন্ত্রকের আধিকারিকরা এবং ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সোমবার বৈঠকে বসেছিলেন, যাতে ব্যাঙ্ক কর্মীদের ধর্মঘটের পথ থেকে সরিয়ে আনা যায়। কিন্তু আলোচনায় কোনও ফল মেলেনি। ব্যাঙ্ক কর্মীরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

বুধবার দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের প্রথম দিনে কলকাতায় একটি ব্যাঙ্কের সামনে ধর্মঘটী কর্মীরা। ছবি-অরিজিৎ গাঙ্গুলী

টিউশন ছাড়াই ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে বাজিমাৎ অভ্রদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার: সিবিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তরবঙ্গে ও পাটনা রিজিওনে সম্ভাব্য প্রথম আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি স্টেশন লাইন এলাকার বাসিন্দা বারবিশা জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ছাত্র অভ্রদীপ গোস্বামী। সে অভ্রদীপ এবারের পরীক্ষায় ৯৯ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করেছে। ৫০০ নম্বরের মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫। বাংলায় ৯৯, ইংরেজিতে ৯৮,অঙ্কে ৯৮, সোশ্যাল স্টাডিজে ১০০ এবং বিঞ্জানে ১০০ পেয়েছে অভ্রদীপ।

তার এই সাফল্যে খুশি তার পরিবারের লোকেরা এবং প্রতিবেশীরা। অভ্রদীপ বাবা অরুণাভ গোস্বামী সুভাষিণী চা বাগানের কর্মী। সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হল, অভ্রদীপের কোনও গৃহশিক্ষক ছিল না। তার মা শুভ্রা দেবী জানান, ছেলে ভালো ফল করেছে সেটা সম্পূর্ণ ওর নিজের কৃতিত্বে।

কারণ বারবিশা জওহর নবদয় বিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে পড়াশুনা করত। বাড়ি থেকে সেভাবে ওকে কেউ গাইড করতে পারিনি। স্কুলের শিক্ষকের সহযোগিতায় সে নিজে এই সাফল্য পেয়েছে। অভ্রদীপ জানায়, সে অর্থশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। অভ্রদীপের এই সাফল্যে খুশি বারবিশা জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অনিমেষ পালও। তিনি জানান, অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সে। তার এই সাফল্যে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা গর্বিত।

খুলে গেল ডুয়ার্সের রামঝোড়া চা বাগান

বাবুল সরকার, আলিপুরদুয়ার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপ্যাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরের মধ্যেই প্রায় ১ মাস বন্ধ থাকার পর বুধবার খুলে গেল আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার রামজোড়া চা বাগান। গত ২৪ এপ্রিল এক মহিলা শ্রমিককে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-মালিক অশান্তির জেরে বিনা নোটিসে বাগান ছেড়ে চলে যায় মালিকপক্ষ। এরপর ২৮ মে শিলিগুড়িতে জয়েন্ট লেবার কমিশনারের অফিসে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বাগান খোলার সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে এদিন বাগান খুলে যায়। জানা গিয়েছে, বাগান খোলার প্রথম দিনই ৯৮২ জন শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছেন। শ্রমিকরা জানান,তাদের বিভিন্ন বকেয়া শীঘ্রই প্রদানের ব্যবস্থা করুক মালিকপক্ষ। বীরপাড়ার সহকারি শ্রম কমিশনার রাজু দত্ত জানান, ২৮ মে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের চুক্তি অনুযায়ী বুধবার থেকে রামজোড়া চা বাগানে খুলে গেছে। আমরা চাই শ্রমিক-মালিক সমন্বয় রেখে এই চা বাগান স্বাভাবিকভাবেই সচল থাকুক।

বাস ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর সান্নিধ্য চান মালিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে এবার বাসের ভাড়া বাড়ানোর দাবি তুললেন বেসরকারি বাস মালিকরা। ভাড়া বৃদ্ধির আবেদন নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যেতে চান। মঙ্গলবার কোচবিহার বেসরকারি যাত্রী পরিবহণ সমন্বয় কমিটির বৈঠক ছিল। ওই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ওই কমিটির তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে , জুনের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ভাড়া না বাড়ানো হলে লাগাতার আন্দোলন শুরু হবে, সংগঠনের আহ্বায়ক অনুপ অধিকারী জানান, বাস ভাড়া বৃদ্ধির দাবি,"বাসের সর্বনিম্ন ভাড়া সাত টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করতে হবে এবং প্রতি স্টেজে ৬৫ পয়সা থেকে ভাড়া বাড়িয়ে ১ টাকা করতে হবে"। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ক্রমাগত ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে চরম সমস্যার পড়েছেন তাঁরা। প্রতি ট্রিপে লোকসানের মুখ দেখতে হচ্ছে। অনেক গাড়ি দেনা শোধ করতে সমস্যায় পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভাড়া না বাড়ালে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

কাশ্মীরে ধসে আটক বাঙালি পর্যটকরা

বিশেষ সংবাদদাতা : **প্রবল ধসে কাশ্মীরের শোনমার্গ এবং দ্রাসের মাঝামাঝি এলাকায় কয়েকশো বাঙালি পর্যটক আটক হয়ে পড়েছেন। ধসে বন্ধ হয়ে গিয়েছে কার্গিল-শ্রীনগর রাস্তাও। মঙ্গলবার থেকে আটক হয়ে থাকায় খাবার ও জলের সংকট দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ওখান থেকে রাজ্যে ফেরাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথাও তিনি বলেছেন।**

পাহাড়ই যেন রাজ্যের রাজধানী :বিনয় তামাং

নিজস্ব প্রতিনিধি,কালিম্পং: পাহাড় যেন বাংলার রাজধানী বুধবার কালিম্পঙ গ্রাহাম স্কুল অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠকে পর এমনই মন্তব্য করেন জিপিএ সচিব বিনয় তামাং।

চারদিনের পাহাড় সফরে. তৃতীয় দিনে মুখ্য সচিব মলয় দে, স্বরাষ্ট্র সচিব অত্রি ভট্টাচার্য, রাজ্য পুলিশ এর ডিজি সুরজিৎ পুরকায়স্থ সহ একাধিক দফতরের সচিবকে নিয়ে বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালিম্পঙ জেলা তৈরির হওয়ার পর এই প্রথম সেখানে প্রশাসনিক বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি পাহাড়বাসী, এই দাবি করে এদিন বিনয় তামাং বলেন,"রাজ্যের প্রায় সমস্ত সচিবদের নিয়ে পাহাড়ে প্রশাসনিক বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই ছবি এতদিন আমরা কলকাতাতে দেখে আসছি কিন্তু বুধবার কালিম্পঙ এসে মনে হল পাহাড়ই যেন রাজ্যের রাজধানী"। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, "এই ধরনের প্রশাসনিক বৈঠক যত হবে তত পাহাড়ে উন্নতি হবে, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথা রেখেছে , তাই ওনার কথা আমাদের রাখতে হবে"। তবে শুধুমাত্র জিপিএ প্রধান বিনয় তামাং নন, পাহাড়ের রাজনীতিতে গুরুং ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কালিম্পঙ বিধায়ক সরিতা রাই, কার্শিয়াঙ বিধায়ক রোহিত শর্মা এবং দার্জিলিঙের বিধায়ক অমর রায়ের অভূতপূর্ব প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী।